সংবাদ

তারিখ ... 18 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ইংরেজি মাধ্যম স্কুল
নতুন নিবন্ধন বিধি কার্যকর

রাকিব উদ্দিন

বেতন ও ফি নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে

শাস্তির বিষয় উল্লেখ না থাকা ও ভাড়া বাড়িতে স্কুল করার সুযোগ থাকায় ক্ষোভ

অবশেষে কার্যকর হতে যাচ্ছে বিদেশি কারিকুলামে পরিচালিত নতুন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নিবন্ধন বিধিমালা। নিয়ন্ত্রণ আনা হচ্ছে স্কুলের বেতন ও ফি নির্ধারণে। নতুন বিধিমালা অনুযায়ী বছরে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ টিউশন ফি বাড়ানো যাবে। কিন্তু নিবন্ধন ছাড়া স্কুল পরিচালনা করলে কী শাস্তি হবে সে সম্পর্কে নিবন্ধন বিধিমালায় স্পষ্ট করে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি ভাড়া বাড়িতেও স্কুল প্রতিষ্ঠার সুযোগ রাখা হয়েছে বিধিমালায়, যা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত মাসে 'বিদেশি শিক্ষাক্রমে পরিচালিত বেসরকারি বিদ্যালয় (ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল) নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৭' জারি করে।

নিবন্ধন বিধিমালায় শাস্তির বিষয় উল্লেখ না থাকার কারণ জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক এটিএম মইনুল হোসেন সংবাদকে, 'যেসব স্কুল বোর্ডের নিবন্ধনের আওতায় আসবে তারা কোন আইনকানুন ও বিধিমালা লঙ্ঘন করলে সেক্ষেত্রে বোর্ডের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে। কিন্তু যেসব ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল নিবন্ধনের আওতায় আসবে না তাদের বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে ব্যবস্থা নেব?'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রবীণ শিক্ষক নেতা ও জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ এম আউয়াল সিদ্দিকী সংবাদকে বলেন, 'ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো এমনিতেই চলছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। তারা সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণে আসতেও আগ্রহী নয়। আবার সরকারি নিয়ন্ত্রণে না আসলে যদি সমস্যা ও শাস্তি না হয় তাহলে আসবে কেন?'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বর্তমানে নিবন্ধিত ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল রয়েছে ১০২টি। তবে অনিবন্ধিত এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে অনেক, যার তথ্য বোর্ডের কাছে নেই। ২০১১ সালের শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বেনবেইস) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সারাদেশে তিন ক্যাটাগরিতে ১৫৯টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ও লেভেল ৬৪টি এবং এ লেভেল স্কুল ৫৪টি এবং জুনিয়র লেভেলের আন্তর্জাতিক মানের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে ৪১টি।

শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো ১৯৬২ সালের বেসরকারি বিদ্যালয় নিবন্ধন অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরিচালনার কথা থাকলেও তা মানছে না প্রতিষ্ঠানের মালিকরা। সম্প্রতি উচ্চ আদালতের নির্দেশে পুনঃভর্তির নামে ফি আদায় বন্ধ হলেও রাজধানীর কিছু ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল নানা কৌশলে টিউশন ফি বাড়িয়ে ওই টাকা আদায় করছে। এর আগে ২০০৭ সালেও একটি বিধিমালা করা হয়েছিল যেটি বাস্তবায়ন হয়নি।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সংবাদকে বলেছেন, 'আমরা ইতোমধ্যে বিধিমালা কার্যকরের কাজ শুরু করেছি। সারাদেশ থেকে এ ধরনের স্কুলের তথ্য সংগ্রহ করছি। এখন থেকে সব ইংরেজি মাধ্যম স্কুলকে সরকারি নিবন্ধনের আওতায় আসা বাধ্যতামূলক।'

তিনি বলেন, 'এখন চাইলেই কেউ ইচ্ছেমতো বেতন ও ফি বাড়াতে পারবে না। বাড়াতে হলে শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে আবেদন করে এডিসির (শিক্ষা) অনুমোদন নিতে হবে। তারা অনুমোদন করলেই কেবল বেতন ও ফি বাড়ানো যাবে।'

তবে এ ব্যাপারে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন সংবাদকে বলেন, 'বিধিমালাটি এখনও আমাদের হাতে আসেনি। এটির কপি না পেয়ে তো বাস্তবায়ন শুরু করতে পারব না।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, যেসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এখনও নিবন্ধিত হয়নি তাদের নতুন বিধিমালা অনুসারে অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় প্রায় পাঁচ বছর ধরে আটকে ছিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নতুন বিধিমালা প্রণয়ন কাজ। দায়সারাগোছের ও দুর্বল নীতিমালা থাকায় বছরের পর বছর ধরে ফ্রি স্টাইলে চলছে স্কুলগুলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাদের গাফিলতির কারণে এতদিন এ স্কুলকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিল না শিক্ষা বোর্ডগুলো। জানা...

নতুন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নতুন : নিবন্ধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেছে, ২০১১ সালে শিক্ষা বোর্ডগুলো অবৈধভাবে পরিচালিত হওয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল এসব স্কুলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা এবং ভর্তি ফি ও মাসিক বেতনের ওপর সরকারের কর্তৃত্ব আরোপ। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে দেশে পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের জন্য একটি পৃথক নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা দেয় উচ্চ আদালত। সে অনুযায়ী দ্রুতই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের জন্য খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। কিন্তু মন্ত্রনালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তারা এ নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। উল্টো এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি জন্য যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদকে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যাতে প্রাধান্য দেয়া হয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রধানদের। ওই কমিটি খসড়া প্রতিবেদন তৈরিতেই তিন/চার মাস সময় ক্ষেপণ করে। সর্বশেষ গত মাসে আদালদের আদেশ অনুসারেই বিধিমালা চূড়ান্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি প্রজ্ঞাপন অনুসারে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয় বার্তা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা গেছে বিধিমালা বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা সব শিক্ষা বোর্ডের কাছেও। এ ব্যাপারে এটিএম মঈনুল হোসেন বলেন, 'আমরা নিবন্ধন বিধিমালা বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছি। এর আলোকে সবাইকে নিবন্ধন করতে হবে। যারা ২০০৭ সালের বিধিমালা অনুসারে নিবন্ধন করেনি তাদের নতুন বিধিমালা অনুসারে নিবন্ধিত হতেই হবে।' নতুন বিধিমালায় ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের ওপর সরকারি তদারকি বাড়ানো হয়েছে জানিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক বলেন, 'আমরা সব স্কুল নিয়মিত মনিটরিং করব। কিভাবে প্রতিষ্ঠান চলছে, কারা চালাচ্ছেন। তাদেরও নিয়মিত প্রতিবেদন সরকারের কাছে দিতে হবে।'

ভাড়া বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠার সুযোগ : নতুন নিবন্ধন বিধিমালা অনুযায়ী, ভাড়া বাড়ি এবং স্থায়ী অবকাঠামোতে স্কুল পরিচালনা করা যাবে। ভাড়া বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হলে কমপক্ষে ৫ বছরের চুক্তি থাকতে হবে। ৫ বছর পর স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। এতে ভাড়া বাড়িতে কোন ধরনের স্কুলের জন্য কতটুকু জায়গা লাগবে তা বলা আছে। বিধিমালায় বিভিন্ন বিষয়ে ১৭টি মূল ধারাসহ বেশকিছু উপধারা ও ৪টি ফরম আছে।

ম্যানেজিং কমিটি : নতুন বিধিমালায় নানা শর্তের কথা বলা হলেও সরকারের কাছ থেকে নিবন্ধন না নিয়ে স্কুল চালালে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে, তা বিধিমালায় নেই। বিধিমালা অনুযায়ী, ম্যানেজিং কমিটির ১১ সদস্যের মধ্যে ৬ জন থাকবেন উদ্যোক্তা সদস্য, ২ জন শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ২ জন অভিভাবক প্রতিনিধি। প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য সচিব থাকবেন। কমিটি বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ৬টি কাজ সম্পন্ন করবে। এগুলো হচ্ছে- টিউশন ফি নির্ধারণ, শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন নির্ধারণ, স্কুলের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা, অবকাঠামো, শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করা অন্যতম। সংরক্ষিত ও সাধারণ- দুই নামে স্কুলের দুটি তহবিল থাকবে। সংরক্ষিত তহবিল সঞ্চয়পত্র আকারে বা তফসিলি ব্যাংকে আমানত রাখতে হবে। বিধিমালা বলা হয়েছে- প্রে-গ্রুপ, নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন বা প্রাথমিক স্কুলের জন্য মেট্রোপলিটনে তিন লাখ, জেলা সদরে আড়াই লাখ, জেলা সদরের বাইরে দুই লাখ টাকা থাকতে হবে। এছাড়াও নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও সমমানের স্কুলের সংরক্ষিত তহবিল মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য চার লাখ, জেলা সদরে তিন লাখ, জেলার বাইরে দুই লাখ টাকা থাকতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ তহবিল মেট্রোপলিটনে পাঁচ লাখ, জেলা সদরে চার লাখ, জেলার বাইরে তিন লাখ টাকা হবে। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ছাড়া এ অর্থ কোনভাবেই তোলা বা ভাঙানো যাবে না। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে সরকারি বিধি অনুসরণ করতে হবে। স্কুলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কারিকুলামে লেখাপড়া করানো যাবে। তবে সরকার নির্ধারিত পাঠ্যবই থাকবে।

বর্তমানে যেভাবে চলছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল : ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, 'রেজিস্ট্রেশন অফ প্রাইভেট স্কুলস অর্ডিন্যান্স-১৯৬২'র অধীনে ২০০৭ সালে একটি নীতিমালার আলোকে বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয়ের সাময়িক নিবন্ধন প্রদান শুরু হয়। কিন্তু অধিকাংশ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এ নীতিমালার অধীনে নিবন্ধন কার্যক্রমকে আমলেই নেয়নি। আবার ভাড়া বাড়িতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠার সুযোগ না থাকলেও বেশিরভাগ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলই ভাড়া বাড়িতে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তবে নতুন বিধিমালায় ভাড়া বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষা বিস্তারের নামে এসব প্রতিষ্ঠান বেপরোয়া শিক্ষা বাণিজ্যে লিপ্ত। তারা শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করছে। চারটি 'টায়ারে' ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অনুমোদন দেয়া হয়। এর মধ্যে প্রাইমারি (কিন্ডারগার্টেন) থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদন দেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদন দেয় মাউশি, 'ও' (অর্ডিনারি) এবং 'এ' (অ্যাডভান্স) লেভেল এর অনুমোদন দেয় শিক্ষা বোর্ড। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ বলা হয়েছে, 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন যেহেতু একটি বিদেশি ধারায় হয় সেহেতু 'ও' এবং 'এ' লেভেলকে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হবে। সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে এ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। যদিও ২০১৩ সালে উভয়ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ দুটি বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে 'ও' লেভেল উত্তীর্ণকে এসএসসি এবং 'এ' লেভেল উত্তীর্ণকে এইচএসসি'র সমমান হিসেবে বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি সব স্কুলকেই দেশের সব জাতীয় দিবস যথাযথভাবে উদযাপন এবং সব ধরনের অপসংস্কৃতি চর্চা পরিহারের কথা বলা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। কিন্তু এসব স্কুলে জাতীয় দিবস পালন হয় না, লালন হয় নানা অপসংস্কৃতি।